রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নিবেদন
বন্ধু
২৪-২-58

[illegible]

প্রযোজনা ও পরিচালনা : চিত্ত বসু

কাহিনী : সলীল সেনগুপ্ত

আলোকচিত্র : রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দানুলেখনে : বাণী দত্ত
শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্ম পরিচালনা : মহাদেব সেন
ব্যবস্থাপনা : ভূপাল রায়চৌধুরী
রূপসজ্জা : মদন পাঠক

গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ

প্রচার-সচিব : ফণীন্দ্র পাল
পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সিংহ
স্থিরচিত্র : ক্যাপ স
যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান-সহকারী পরিচালনা : গুরুদাস বাগচী

আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী

সহকারীগণ

পরিচালনায় : প্রদীপ দাশগুপ্ত
আলোকচিত্র : সোনা মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট মণ্ডল
শব্দানুলেখনে : হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচু মণ্ডল
সম্পাদনায় : নিরঞ্জন বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : জয়ন্ত শেট, রবীনচাঁদ বড়াল

ব্যবস্থাপনা : মহাদেব দাস, ভগীরথ চক্রবর্তি
রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ
সাজসজ্জা : শম্ভু দাস
আলোক সম্পাতে : সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, তুংগী অধিকারী, সুদর্শন দাস, সুধীর সরকার, উদয় পাত্র, বৈজুনাম শর্ম্মা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিজয় বসু, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়, গয়াধীনরাম জয়সোয়াল, হিন্দ ষ্টোর্স (নিউ মার্কেট), বেঙ্গল বুক হাউস, দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, অনিল রায় চৌধুরী

চরিত্র চিত্রণে

উত্তমকুমার মালা সিংহ, অসিতবরণ

ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, গৌর সী, বাবুয়া, তিলক, মলিনা দেবী, শোভা সেন, মীরা রায়, সাধনা রায় চৌধুরী, কুমারী গীতা, হরিমোহন বসু, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, বুন্টু পালিত, প্রতুল চৌধুরী (গাঃ), সুধীর বসু, সুরেন্দ্র সিং ও আরো অনেকে।

ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাইভেট লিমিটেডে, আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত, বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ (প্রাঃ) লিমিটেডে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :

মিতালী ফিল্মস্, (প্রাঃ) লিঃ

কাহিনী

একই মায়ের দুই সন্তানের চেয়েও বেশী সদ্ভাব দীপু আর শান্তর মধ্যে। এরই মাঝে হঠাৎ যেদিন শান্তর রুগ্না বিধবা মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে দীপুর মা তাকে তাঁর আর একটি সন্তানের মত নিজের বুকে তুলে নিলেন। শুধু নতুন করে একটি মা-ই পেল না শান্ত, পেল একটি ছোট্ট বোন—দীপুর বোন বাসুকে। একটি শশা, একটি কলা ভাগ করে খায় দুজনে, একের দোষ অপরে তুলে নেয় ঘাড়ে।

এমনি করে এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত বড় হয়ে উঠল দুজন, বি-এ পাশ করল একত্রে। এদিকে আবার দীপু গায় গান, শান্ত সঙ্গত করে তবলায়। ছেলেবেলাকার সেই বন্ধুত্ব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। এ সৌহার্দ্য যেন ভ্রাতৃত্বের চেয়ে গভীর, মধুর।

দুজনে একই জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল। একই দিনে দুজনে উত্তর পেল সেই দরখাস্তের। দুজনকেই সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছে।

নিজের চেনা গণ্ডীর বাইরে নিজেকে জাহির করবার সপ্রতিভতা নেই দীপুর স্বভাবে। দীপু শিল্পী, দার্শনিক। শান্ত কথাবার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে খুবই চটপটে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক রূপটাকেই যেন সে বেশী করে চেনে।

কলকাতা যাওয়ার পথে একটা অঘটন ঘটে গেল। থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনে চলন্ত ট্রেণের রিজার্ভ করা ফার্স্ট-ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ল দীপু আর শান্ত। কামরার পুরুষ যাত্রী গোপেশ্বরবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন কে, কে তোমরা ?

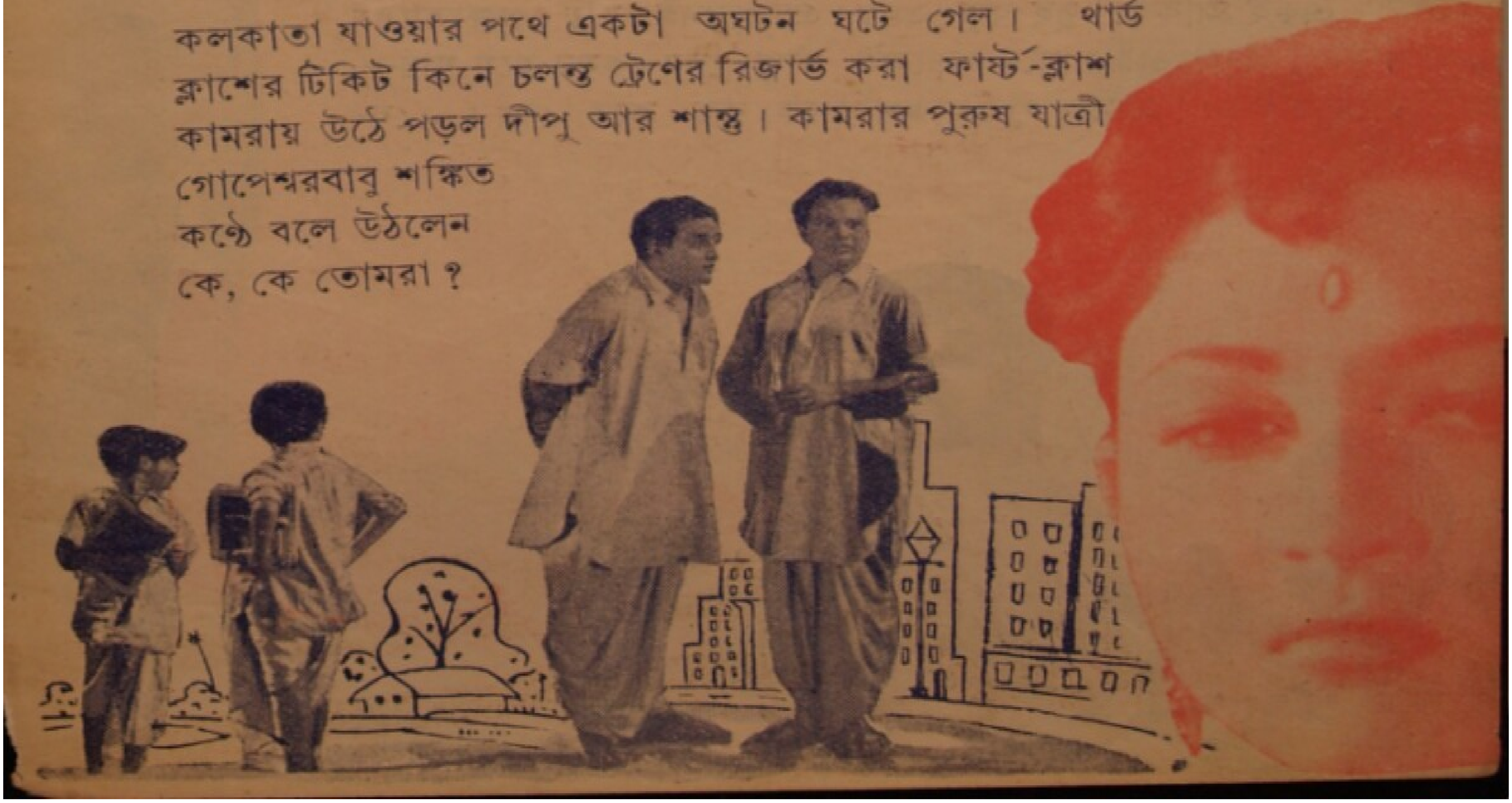

দীপুর মুখের উত্তর গেল আটকে, গোপেশ্বরবাবুর পাশে আধশোয়া অবস্থায় আধো কটাক্ষে চেয়ে আছে তাদের দিকে একটি রূপসী তরুণী। মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি। গোপেশ্বরবাবুর মেয়ে সুজাতা। তার দিকে চেয়ে শান্তর চোখের দৃষ্টিও ক্ষণকালের জন্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু দীপুর মত লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই নেই তার। গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ জমিয়ে তুলতে বেশী বিলম্ব হ'ল না শান্তর।

ট্রেণের এই আলাপের জের বাড়ী অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি ফিকির আবিষ্কার করল শান্ত। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে সুজাতাদের মোটরের পিছনে ওদের লগেজের সঙ্গে নিজেদের একটিমাত্র বেডিং তুলে দিল। বেডিংটা যেন ভুলে ওদের জিনিষপত্রের সঙ্গে চলে এসেছে এবং সেটি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে তাদের আসতে হয়েছে এখানে।

কিন্তু যার সঙ্গে মেলামেশা করবার একান্ত বাসনায় এই কাণ্ডটা করল শান্ত তার চোখকে যে এড়ানো যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম দিনই যখন তারা গোপেশ্বরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে সুজাতারই সাক্ষাৎ পেল সবার আগে! এমনি ভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাটা শান্তর সপ্রতিভতার সামনে বেশীক্ষণ টেঁকেনি কিন্তু দীপু এমন বিব্রত বোধ করল যে মুখ দিয়ে ভাল করে কথাই ফুটল না তার।

একই আকর্ষণে দুই বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই যায় সুজাতাদের বাড়ী। সুজাতার সামনে পড়লেই দীপু যেন কেমন হয়ে যায়—রাজ্যের জড়তা এসে দীপুর বাকশক্তিকে রুদ্ধ করে দেয়। যেন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে বিপর্য্যস্ত একটি মানুষ।

দীপুর অবস্থা দেখে নির্দ্দয়ভাবে হাসে সুজাতা। শান্তকে পৃথক-ভাবে নিয়ে চলে যায় মার্কেটিং-এ। দীপুর লজ্জা সঙ্কোচ নিয়ে পরিহাস করা, আঘাত করা যেন সুজাতার কাছে একটি খুসীর খেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের নিতান্ত মুখচোরা লাজুক এই মানুষটির অন্তর সুজাতার প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণে কত না-বলা কথায়, কত তৃষ্ণায়, কত মাধুর্য্যে, কত বেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে, একথা কি বোঝেনা একটুও সে মেয়ে হয়ে?

দুই বন্ধু প্রথমে মেসে এসে উঠেছিল। চাকরি হওয়ার পর বাড়ী ভাড়া করে মা ও বোন বাসুকে তারা গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে দীপুর মা আর বাসু বুঝতে পারল দীপু আর শান্তর প্রগাঢ় প্রীতির মাঝখানে কিসের যেন একটি ছায়া পড়েছে।

সপ্রতিভ, মিশুকে শান্তকেই গোপেশ্বরবাবুর বেশী পছন্দ। শান্তর সঙ্গেই যখন তাঁর মেয়ে মার্কেটিং-এ যায়, বেড়াতে বেরোয় মোটরে একসঙ্গে তখন তাঁর মেয়ের মন তিনি বুঝে ফেলেছেন।

সুজাতা যে কেন দীপুকে দেখলেই হাসে, শান্ত বুঝতে পারে না। অফিস থেকে ফেরবার সময় পৃথক করে তার সঙ্গ

পাওয়ার জন্যে মোটর নিয়ে আসে সুজাতা। দীপু একা ফিরে যায় বাড়ীতে। তাছাড়া শান্তর মনে হয় দীপুরও সুজাতাকে ভাল লাগে না। ভাল লাগলে দীপু সুজাতাদের বাড়ী যাওয়া এমনিভাবে একেবারে বন্ধ করে দিত না।

দু'টি হৃদয়ের এতদিনের গভীর সংস্পর্শতার মাঝখানে আজ এমন একজন এসে দাঁড়িয়েছে যাকে শশা, কলা, পেয়ারার মত মায়ের স্নেহ, বোনের প্রীতির মত ভাগ করে নেওয়া যায়না। তাই আজ দুই বন্ধুর মেলামেশায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে অনেক, ব্যবধান রচিত হয়েছে অলক্ষ্যে।

দীপু পরাজয় মেনে নিয়েছে নিজেই। ঈর্ষা করেনি শান্তকে, শুধু নিজেকে নিয়ে সে পালিয়ে যেতে চায়।

সুজাতা তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে মাত্র একজনকে। কাকে বরণ করবে সুজাতা!

তারই রহস্যে অনুরঞ্জিত, হৃদয়ে হৃদয়ে এই লুকোচুরি খেলার পরিসমাপ্তি কোথায়! রূপালীর পর্দ্দার ধাবমান প্রতিচ্ছায়ায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

সঙ্গীত

(১)

ওরে খাল পই'ল নদীর জলে
সাগরে যায় নদী
ওরে সাগর যে কোথায় পই'ল
জানতে পারতাম যদি
ওরে খাল পই'ল নদীর জলে·········

(২)

মালতী ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি
সেই সুরে মনে হয়
তোমারেই জানি আমি জানি

মালতী বলে ওগো মিতা
আমি যে তোমারই জান কি তা—
প্রাণের পরশ দাও আনি
তোমারেই জানি আমি জানি—

শুধু গান শুধু হাসি
এই নিয়ে সারাবেলা
চলে আজ ফাগুনের খেলা
শুধু গান শুধু হাসি—

মালতী বলে ওগো প্রিয়
এ লগন হোক স্মরনীয়
শোনাও শপথের বানী
তোমারেই জানি আমি জানি।

(৩)

মৌ বনে আজ মৌ জমেছে
বৌ কথা কও ডাকে
মৌ মাছিরা আর কি দূরে থাকে ।।

ছন্দ-ভরা গন্ধধারায় এই এক নতুন বেলায়
আমারে আজ কে আর ধরে রাখে

নতুন নতুন সুরে পাখীরা গায়
নতুন নতুন ফুলে রং ভরে যায় ।।
তাদের ঘিরে প্রজাপতি পাখায় স্বপ্ন আঁকে

নতুন নতুন খুশী হৃদয়ে পাই
নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই ।।
উঁকি দিল সূর্য্য সোনা ভাঙ্গা মেঘের
ফাঁকে ।

আর নতুন কিছু পাব এবার জীবন পথের
বাঁকে ।।

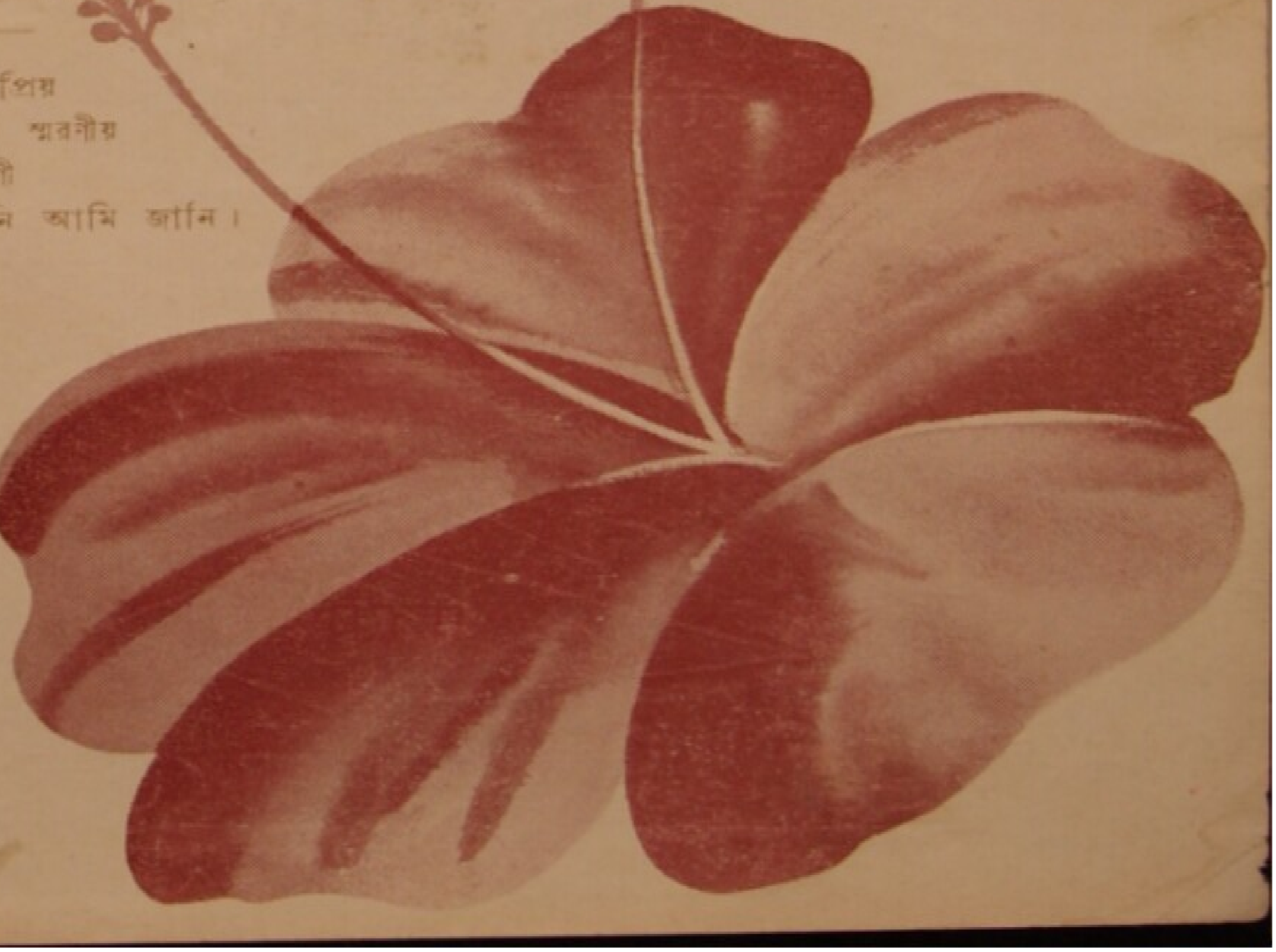

আগামী নিবেদন

সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত

চাওয়া-পাওয়া

টাইম ফিল্মসের নিবেদন

কাহিনী • চিত্রনাট্য • নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

পরিচালনা • যাত্রিক

সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত
এম. এস. জি প্রোডাকসন্সের

খেলাঘর

উত্তম • মালা ও অশোককুমার
অভিনীত

পরিচালনা • অজয় কর

সুর ও কণ্ঠ • হেমন্তকুমার

কাহিনী • সলীল সেনগুপ্ত

পরিবেশক

মিতালী ফিল্মস (প্রাইভেট) লিঃ

মুদ্রাঙ্কণে জুবলী প্রেস, কলিকাতা-১৩